

113996 - নারীদের সাথে কথা বলার শষিটাচার

প্রশ্ন

সাধারণভাবে ও নমিনোক্‌ত অবস্থাগুলোত নারীদের সাথে কথা বলার শষিটাচার কমন হব: ক্রয়-বক্রয়, পড়া ও পড়ানো, কাজরে প্রয়াজনে ব্যক্তগিত সাক্ষাৎগুলো; যমেন নারীকে নরিদষিট কিছু বুঝিয়ে দেওয়া? এই অবস্থাগুলোত চোখ অবনত রাখার হুকুম কী? সাধারণভাবে কখন নারীদের দকি নজর দেওয়া জায়যে হব? যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ববিরণ আশা করছি।

প্রয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

প্রয়াজনে কথিবা অপ্‌রয়াজনে বগোনা (গায়র-মাহরাম) নারীর সাথে কথা বলা:

যদি অপ্‌রয়াজনে হয় এবং নারীর কণ্ঠস্বর শুনে স্বাদ অনুভব হয় কথিবা নারী কটমল কণ্ঠে কথা বলে— তাহলে সটো হারাম। এটি জিহ্বা ও কানরে ব্যভিচাররে অন্তর্ভুক্ত। যটোর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্‌লাম বলছেন: “আদম সন্তানরে উপর ব্যভিচাররে যতটুকু অংশ লপিবিদ্ধ করা রয়ছে ততটুকু সবে অবশ্যই পাবে; এর থেকে নসিতার নহে। নঃিসন্দহে দুই চোখরে ব্যভিচার হল তাকানো, দুই কানরে ব্যভিচার হল শনো, জিহ্বার ব্যভিচার হল কথোপকথন, হাতরে ব্যভিচার হল ধরা, পায়রে ব্যভিচার হল হট্টে যাওয়া, হৃদয়রে ব্যভিচার হল কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সতযায়তি করে বা মথিয়া সাব্যস্ত করে।”[মুসলমি হাদীসটকি উক্ত শব্দে বর্ণনা করছেন: ২৬৫৭]

অন্যদকি যদি নারীর সাথে কথা বলার প্রয়াজন থাকে তাহলে মটৌলকিভাবে সটো বধে। কনিতু নমিনোক্‌ত শষিটাচারগুলো রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়:

১- প্রয়াজনীয় কথার মধ্যযে সীমাবদ্ধ থাকা; য়ে কথা উদ্দষিট গুরুত্বপূর্ণ বযিরে সাথে সংশ্লষিট। বযিরগুলোর শাখা-প্রশাখায় লম্বা আলাপ জুড়ে দেওয়া যাবে না। সম্মানতি ভাই, এক্ষত্রে আপনিসাহাবীদের শষিটাচার ভবে দেখুন। যাতে করে আমাদরে বর্তমান অবস্থাগুলোর সাথে সটোক তুলনা করতে পারনে। উম্মুল মুমিনীন আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মুনাফকিরা য়ে মথিয়া অপবাদ দয়িছেলি তনিহি সই ঘটনা বর্ণনা করছেন। সযে ঘটনার মধ্যযে তনি বলছেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“সাফওয়ান ইবনুল মুয়াত্তাল, যিনি প্রথমে আস-সুলামী এবং পরে আয-যাকওয়ানী (গোত্রীয় উপনাম) সন্যে বাহিনীর পছন্দে ছিলেন। তিনি সকালরে দিকে আমার অবস্থান স্থলরে কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষকে আবছা দেখতে পয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। দেখেই আমাকে চিনতে পারলেন। কারণ পরদার বধিান নাযলিরে আগাই তিনি আমাকে দেখেছিলেন। তার ‘ইন্না ললিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পড়ার শব্দে আমি জিগে উঠলাম এবং আমি আমার জলিবাব দিয়ে মুখ ঢেকে ফলেলাম। আল্লাহর কসম! আমরা কোনোটো কথা বলনি এবং তার মুখ থেকে ‘ইন্না ললিল্লাহি ওয়া-ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ ছাড়া তার কাছ থেকে কোনোটো শব্দ শুননি। তিনি নিমে উটটিকে হাঁটু গড়ে বসালেন এবং উটরে সামনরে পা চপে ধরলেন। তখন আমি উটরে কাছ গিয়ে উটরে পঠি আরোহন করলাম। তিনি আমাকসেহ সওয়ারীটি সামনে থেকে টেনে নিয়ে চললেন। অবশেষে আমরা সনোদলরে কাছ পৌঁছলাম।”[বুখারী (৪১৪১) ও মুসলিম (২৭৭০)]

ইরাকী (রহঃ) বলেন:

“তার কাছ থেকে কোনোটো শব্দ শুননি” এই কথা পুনরাবৃত্তি নয় (তথা পূর্বরে কথা: ‘আল্লাহর কসম! আমরা কোনোটো কথা বলনি’ এর পুনরাবৃত্তি নয়)। হতে পারত তিনি (সাফওয়ান) তার সাথে কথা বলেন না; কিন্তু নজিরে সাথে কথা বলেন। কথিবা কুরআন তলোওয়াত বা যকিরি তিনি (আয়শো) শুনার মত উচ্চস্বররে পড়তে পারতেন। কিন্তু তিনি (সাফওয়ান) সটোও করনেন। বরং শষ্টিচার ও মর্যাদা রক্ষা এবং পরিস্থিতির ভয়াবহতায় তিনি নীরবতা বজায় রাখেন।

এই হাদীস থেকে প্রাপ্ত অন্যতম শিক্ষা হলো: বগোনা নারীর সাথে উত্তম শষ্টিচার বজায় রাখা। বিশেষতঃ জরুরী পরিস্থিতিতে মরুভূমিতে কথিবা অন্য কথোও তাদের সাথে নরিজন বাস ঘটলে। যমেনটি সাফওয়ান (রাঃ) করছিলেন। তিনি কোনোটো কথা না বলে বা প্রশ্ন না করে উটকে হাঁটু গড়ে বসিয়ে দিয়েছিলেন।”[সংক্ষেপে সমাপ্ত][তবারহুত তাসরীব (৮/৫৩)]

২- হাস-ঠাট্টা এড়িয়ে চলা। কেননা এটা শষ্টিচার বা ব্যক্তিবরে মধ্যে পড়ে না।

৩- স্থরি নজরে দেখা থেকে বরিত থাকা। সাধ্যমত দৃষ্টি নীচু রাখতে সচেষ্ট থাকা। তবে কথা বলতে গিয়ে যদি অল্প নজর পড়ে যায় তাহলে গুনাহ হবে না; ইনশা আল্লাহ।

৪- উভয়পক্ষ থেকে কামেল স্বরে কথাবার্তা না হওয়া। যমেন: ক্ত্রমিভাবে স্বরকে নরম করা, কথাকে কামেল করা।

উভয়পক্ষ স্বাভাবিকি কণ্ঠস্বররে কথা বলা। আল্লাহ তায়ালা উম্মাহাতুল মুমিনীনকে বলেন, “তোমরা পর-পুরুষরে সাথে কামেল কন্ঠে এমনভাবে কথা বলো না যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়ছে সে প্রলুব্ধ হয়। তোমরা সঙ্গত কথা বলবে।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৩২]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৫- প্রমে-ভালোবাসার কঞ্চিত্তি ভাব বা ইঙ্গতিবহ শব্দগুলো এড়িয়ে চলবে। অথবা এমন সব শব্দ পরহির করবে য়েগুলো নারী বা পুরুষে লঙ্গিরে সাথে বশিষ্টি।

৬- শ্রোতার ওপর প্রভাব সৃষ্টি করার শল্লীগুলোতে বাড়াবাড়ি ত্যাগ করা। কিছু মানুষ অন্যদরে সাথে কথার সময় তার সর্বোচ্চ যোগ্যতা প্রয়োগ করে; সটেকি কথা বলতে গিয়ে হাত-মুখ নাড়ানো কথিবা কবতি, প্রবাদ-বাক্য বা আবগৌ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে। যহেতে এটি দুই লঙ্গিরে মাঝে হারাম সম্পর্ক তরৈতি শয়তানরে দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

ইবনুল কাইয়মি রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

“কবগিণ বগোনা নারীর সাথে কথাবার্তা বলা এবং তাদের দকি তাকানকোকে কোনো সমস্যা মনে করে না। অথচ এটা শরীয়ত এবং আকলরে বরখলোফ। এতে করে প্রত্যকরে স্বভাবে বপিরীত লঙ্গিরে প্রতি য়ে আকর্ষণ আছে সটোকো জাগ্রত করে তোলা হয়। এর কারণে কত মানুষ য়ে দ্বীনি ও দুনিয়াবী ফতিনায় পড়ছে!”[রাওদাতুল মুহিব্বীন (পৃ-৮৮)]

ইতপূর্বে উল্লখেতি বিষয়ে 1497 নং, 59873 নং এবং 102930 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে। নারীদরে সাথে কথাবার্তার শষ্টিচার সম্পর্কে আমাদরে ওয়েবসাইটে আলাদা একটা ক্যাটাগরি আছে ভজিটি করতে পারনে।

আর আল্লাহ সর্বজ্ঞঃ।